জিডিপি পরিমাপের প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন

■ সমকাল প্রতিবেদক

মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি পরিমাপের বর্তমান পদ্ধতি শতভাগ সঠিক নয়। ভিত্তি বছরের কারণে একই তথ্য ভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বের করার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের সঠিক এবং প্রকৃত চিত্র পেতে পরিমাপ প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

গতকাল বুধবার এক সেমিনারে এ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন কানাডার মন্ট্রিলের কনকোডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ এম আহসান। জিডিপি নির্ণয়ের পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ বিষয়ক এ সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএসের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন।

বিআইডিএসের সেমিনারে বক্তারা

মূল প্রবন্ধে সৈয়দ এম আহসান বলেন, মাথাপিছু আয় এবং জিডিপি নির্ণয়ে ভিত্তিবছরের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকও আলাদা হয়। যে কারণে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা করতে একটি আদর্শ মানদণ্ড কী হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক পরিমাপে ২০১০ সালকে ভিত্তিবছর ধরা হতো। বর্তমানে ২০১৫ সালকে ভিত্তিবছর ধরে সূচক নির্ণয় করা হয়। এতে হঠাৎ সব সূচক বেড়ে গেছে। এ কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এবং জিডিপির হিসাবে বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

আলোচনায় ড. বিনায়ক সেন বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন কিংবা মাথাপিছু আয়সহ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বিভিন্ন সূচক নির্ণয়ে পরিবারের আয়কে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ভিত্তি আসলে মাথাপিছু আয় হওয়া উচিত। কারণ, সব পরিবারের সদস্য সংখ্যা সমান নয়। ফলে পরিবারের তথ্যে মাথাপিছু আয়ের প্রকৃত চিত্র উঠে আসার কথা নয়।